

সংক্ষিপ্ত আকারে বেগুন চাষ

পুষ্টিগুণঃ বেগুনের পুষ্টিগুণ নানাবিধ যেমন, চর্বি, খনিজ পদার্থ, ঝাঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি।

উন্নত জাতঃ বারি বেগুন -১, বারি বেগুন -৪ এবং বারি বেগুন -৫, বারি বেগুন -৬, বারি হাইব্রিড বেগুন ২, বারি হাইব্রিড বেগুন ৩, বারি হাইব্রিড বেগুন ৪, বারি বিটি বেগুন ২, বারি বিটি বেগুন ৩, বারি বিটি বেগুন ৪। তাছাড়া কিছু স্থানীয় জাত যেমন ইসলামপুরি, খটখটিয়া, নয়ন কাজল, ডিম বেগুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বপনের সময়ঃ শীতকালীন- আগস্টের শেষ থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত (মধ্য শ্রাবন থেকে আশ্বিন মাস) বর্ষাকালীন -জানুয়ারীর প্রথম থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত (মধ্য পৌষ)।

চাষপদ্ধতিঃ মাটির প্রকার ভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিতে হবে। মই দিয়ে মাটি বুরবুরে করে নিতে হবে। সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। মাটির ধরন অনুযায়ী ১ মিটার চওরা ও ৮ ইঞ্চি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে।

বীজের পরিমাণঃ প্রতি শতকে ০.৫ গ্রাম এর মত বীজ প্রয়োজন হয়।

সার ব্যবস্থাপনাঃ প্রতি শতকে গোবরঃ ৪০ কেজি, ইউরিয়াঃ ১ কেজি, টিএসপিঃ ৭০০ গ্রাম, এম ও পিঃ ৭০০ গ্রাম, জিপসামঃ ৪০০ গ্রাম, বোরনঃ ৫০ গ্রাম, দস্তাঃ ৪০ গ্রাম। সমুদয় গোবর, টিএসপি, জিপসাম, দস্তা, বোরন এবং ২১০ গ্রাম পটাশ শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের পর ১০-১৫ দিন প্রথমবার, ফল ধরা শুরু হলে দ্বিতীয় বার এবং ফল আহরণের মাঝামাঝি সময়ে তৃতীয় বার ৪০০ গ্রাম করে ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম করে পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড়ঃ

- ফলছিদ্রকারী পোকা দমনে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।
- জাব পোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ক্ষুদ্রে মাকড়ের আক্রমণ সালফার গুপের (কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২৫০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- সাদা মাছি দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

রোগবালাইঃ

- কান্ড ও ফল পচা রোগ রোগ দমনে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। গৌড়া পচা রোগের ক্ষেত্রে মাটি ভিজিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।
- গুচ্ছ পাতা/ খুদে পাতা / ছোট পাতা রোগ দমনের জন্য জাব পোকা ও জ্যাসিড দমন করতে হবে। বাহক পোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।
- পাতায় হলদে মোজাইক রোগের বাহক পোকা (জাবপোকা) দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

সতর্কতাঃ বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন। ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে

সাত থেকে ১৫ দিন পর বাজারজাত করুন। বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না।

আগাছাঃ আগাছা দমনের জন্য জমি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে আগাছা পরিষ্কার, বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার এবং পরিষ্কার কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার। ফসল বোনার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা বাছাই করতে হবে। সেচ দেয়ার আগে আগাছা বাছাই করতে হবে।

সেচঃ চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ এবং পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার দেয়ার পর সেচ দিতে হয়। বেডের দু'পাশে নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। নালায় সেচের পানি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না, গাছের গোড়া পর্যন্ত মাটি ভিজে গেলে নালার পানি ছেড়ে দিতে হবে। প্রতি সেচের পর মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙে দিতে হবে যাতে বাতাস চলাচলের সুবিধা হয়।

আবহাওয়া ও দুর্ঘোষণাঃ অতি বৃষ্টির কারণে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। পানি যাতে জমি থেকে সরে যায় তার ব্যবস্থা করুন। জো বুঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিন। গাছ হেলে পড়ে গেলে সোজা করে দিন।

ফলনঃ জাত ভেদে শতক প্রতি ফলন ২০০-২৫০ কেজি।

সংরক্ষণঃ বেশি তাপ / রোদ না লাগে এবং বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে বা কনটেইনারে ফসল সংরক্ষণ করুন। মাঝে মাঝে চটের বস্তার উপরে হালকা পানি স্প্রে করুন। কয়েক দিনের জন্য সংরক্ষণ করলে হিমাগারে রাখা উত্তম।